দৈনিক সংবাদ সংবাদ

17 JUN 1987

পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১

২রা আষাঢ় ১৩৯৪

024

ঢাকা : বুধবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৯৪

পরীক্ষায় অব্যাহত নকল

চলতি বছরের এইচ এস সি পরীক্ষায়ও বিগত বছরগুলোর ন্যায় গণটোকাটুকি অবাধে চলছে। প্রথম দু'দিনে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে কয়েকশ' পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকল ধরার "অপরাধে" কয়েকটি কেন্দ্রে বেশ কিছু পরিদর্শক নকলবাজ এবং তাদের সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। জীবননাশের হুমকিও পেয়েছেন কেউ কেউ। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের নকল করায় সহায়তা প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে কয়েকজন পরিদর্শককে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো পরীক্ষায় অসদুপায়-দুর্নীতি এখন আর কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষক-পরিদর্শকদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে জড়িত হয়ে পড়েছেন। আগেও কিছু শিক্ষক নামধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ ছিল। হালে তা ব্যাপকতর হয়েছে। ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়ের ধাক্কা শিক্ষকদের মধ্যেও এসে লেগেছে।

নকল আগে হতো আড়ালে আবডালে, শিক্ষক-পরিদর্শকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। অনেক জায়গায় সে পালা এখন চুকে গেছে। তাই এখন বেঞ্চির ওপর বই খুলেও বীরদর্পে নকল করতে দেখা যায়। বইয়ের পাশে রাখা ছোরা বা আগ্নেয়াস্ত্র দেখার পর কার সাধ্যি তাদের কিছু বলেন? গোপনে রিপোর্ট করারও উপায় থাকে না অনেক ক্ষেত্রে।

সকল কেন্দ্রে কিংবা কোন কেন্দ্রের সকল ছাত্র নকল করে একথা ঠিক নয়। তবে অধিকাংশ কেন্দ্রেই যে কমবেশী নকল হয় তা ওপেন-সিক্রেট ব্যাপার। নকলের জন্য কুখ্যাত বেশ কিছু কেন্দ্র সম্প্রতি বাতিল করার পর আশা করা গিয়েছিল এবার এর প্রকোপ কমবে। কিন্তু পত্রিকার খবর পড়ে মনে হয় না এতে খুব একটা কাজ হয়েছে। শুধু কিছু কেন্দ্র বাতিল করে তা হওয়া সম্ভবও নয়।

চলতি পরীক্ষায় যে হারে নকল হচ্ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ডিগ্রী পরীক্ষার ফলের মত এইচএসসি পরীক্ষার ফলেও হয়তো দেখা যাবে বড় বড় শহরের নামকরা কলেজগুলোর তুলনায় অজ পাড়াগাঁয়ের "অখ্যাত" কলেজগুলো অনেক ভাল করছে। "খারাপ ছাত্রের" তুলনায় (এসএসসি পরীক্ষা অনুযায়ী) ভাল ছাত্ররা পরীক্ষায় খারাপ করছে। মফস্বলের কলেজগুলো পরীক্ষায় ভাল করায় কিংবা তুলনামূলকভাবে কম খ্যাত কলেজগুলো নামকরা কলেজগুলোকে টেক্কা দেয়ায় স্বাভাবিক অবস্থায় খুশী হবারই কথা ছিল। এতে মনে করা যেতো অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মফস্বল এগিয়ে যাচ্ছে, কম সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও মফস্বল কলেজের ছাত্ররা ভাল ফল করছে। কিন্তু তার কারণ যদি হয় অবাধ নকল তাহলে হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমরা আগেও বলেছি এই অবস্থা চলতে থাকলে ভাল কলেজ, ভাল ছাত্র ইত্যাদির কোন মূল্য থাকবে না। ভাল ছাত্র হওয়ার জন্য অথবা কোন ছাত্র পরিশ্রম করতে উৎসাহী হবে না। তার চেয়ে পরীক্ষার আগে নকল করা যায় এমন কোন কলেজে টিসি নিয়ে বই দেখে উত্তর লিখে পরীক্ষার ফল ভাল করার দিকেই ঝুঁকবে। ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে দেশের স্বার্থেই যা ঠেকানো একান্ত দরকার। অন্যথায় পরীক্ষার ফল তার বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি হারাবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের একটি প্রধান কারণ হলো ছাত্রদের লেখাপড়া না করা। তাদের লেখাপড়া ঠিকমত না হবার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। বহু কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, নেই গবেষণাগার-পাঠাগারের পর্যাপ্ত সুবিধা। এমনকি সরকারী কলেজগুলোতেও বহু শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর ধরে খালি। সেসব কলেজের ছাত্রদের লেখাপড়া এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তার ওপর আছে সাধারণভাবে শিক্ষার পরিবেশের শোচনীয় অবনতি।

আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিও এমন যাতে নকল করার সুযোগ যথেষ্ট। সরকার গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটিরও এই অভিমত। সেজন্য পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানোর বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছিল। অথচ দুঃখের বিষয়, বাস্তবায়নযোগ্য বেশ কিছু প্রস্তাবও এখন পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।

লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানোর পাশাপাশি নকলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা দরকার। নকলের সুযোগ দান বা গ্রহণ যে পরিণামে শিক্ষার্থীদেরই সর্বনাশের দুয়ার খুলে দিচ্ছে এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষক-পরিদর্শকদেরও তাদের দায়িত্ব পালনে আরও উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের বিশ্বাস এব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার ব্যাপারে ২২টি ছাত্র সংগঠন একমত হয়েছে। নকল প্রতিরোধেও তারা এ ধরনের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এটা করে তারা ছাত্রসংগঠনগুলোর চরিত্র হননে মহলবিশেষের অপচেষ্টার মুখে আরেক দফা ছাই নিক্ষেপ করতে পারে।